সংবাদ

তারিখ ... 15 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকদের আবাসিক ভবনে ফের হামলা

- শিক্ষক সমিতির নিন্দা ও প্রতিবাদ
- উপাচার্যের উদ্বেগ প্রকাশ
- অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

সংবাদদাতা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যে রাতে আমরণ অনশনরত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক ডরমেটরিতে হামলা, ভাঙচুর ও আহত করার ঘটনার ৭ মাসের মাথায় আবারও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডরমেটরিতে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার দিনদুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ভবনের নিচতলায় রসায়ন বিভাগের শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক এইচ এম তারিকুল ইসলামের বাসায় এই হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে বলে উল্লেখ্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এদিকে এই ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে রসায়ন বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষক তারিকুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে ক্লাস নেয়ার তাগিদে তিনি বাসায় তালা লাগিয়ে বাইরে চলে যান। ক্লাস শেষে বিকাল তিনটার সময় ফিরে এসে দেখেন বাসার দরজার হ্যান্ডেল ভাঙ্গা হয়েছে। রুমের ভিতরের আসবাবপত্রসহ কাপড়-চোপড় তছনছ ও উলটপালট হয়ে পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোঃ শাহীনুর রহমানকে অবহিত করেন। এটি চুরি না হামলার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, বাসার কোন জিনিসপত্র খোয়া বা হারায়নি। তবে রুমের ভিতরের আসবাবপত্র সহ কাপড়-চোপড় তছনছ ও উলটপালট করা হয়েছে। তাই এটাকে চুরি বলা যায় না। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। তবে ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত থাকতে পারে এ বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি তিনি। এই ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. হাফিজুর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক ড.পরিমল চন্দ্র বর্মনসহ অন্য শিক্ষকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এসময় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. হাফিজুর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক ড. পরিমল চন্দ্র বর্মন বলেন, বরাবরের মত আজও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই ঘটনা আবারও প্রমাণিত করল আমরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছি। প্রশাসনিক ভবন থেকে মাত্র ৫০ গজ দূরে অবস্থিত এই ভবনে দিনদুপুরে কিভাবে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটতে পারে তা সর্বদাই প্রশ্নবিদ্ধ। এ ঘটনার কিছু সময় পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. একে এম নুর-উন-নবী ডরমেটরি পরিদর্শন করেন। এ সময় উপাচার্য শিক্ষক ডরমেটরিতে হামলায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রক্টরকে ঘটনার দ্রুত অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন এবং ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করার আশ্বাস দেন।

এদিকে এই ডরমেটরিতে হামলার ৭ মাসের মাথায় আবারও হামলা ও ভাংচুরের ঘটনায় সবার মাঝে ক্ষোভসহ নিরাপত্তার বিষয়ে মনে হাজারো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এর আগে গত ৪ ফেব্রুয়ারি উপাচার্য বিরোধী আন্দোলনের কারণে রাতের অন্ধকারে আমরণ অনশনরত শিক্ষার্থীদের ও এই ডরমেটরির ওপর অতর্কিত হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এতে বর্তমান ভুক্তভোগী শিক্ষক তারিকুল ইসলাম, একই ডরমেটরির বাসিন্দা শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমানসহ প্রায় ২৫ জন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় শিক্ষক তারিকুল ইসলাম বাদী হয়ে রংপুর কোতয়ালী থানায় একটি মামলাও দায়ের করেন। যেই মামলা আজও চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায় আবারও হামলায় ঘটনায় একই ইন্ধনকারী ও যোগসাজশে ঠিক ওই ব্যক্তিরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অন্যদিকে বারবার এই ঘটনাগুলোর ঘটে যাওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্যাম্পাসের ভিতরের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। যদিও সম্প্রতি সময়ে বেশ কিছু আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থী ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ৮টি এবং উপাচার্যের বাস ভবনে ৮টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তবে এসব মূলত উপাচার্য নিজের নিরাপত্তার জন্য করেছে বলে প্রশ্ন উঠেছে। হামলা ও ভাঙচুরের কথা নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোঃ শাহীনুর রহমান (চলতি দায়িত্ব) বলেন, ঘটনাটি জানার সঙ্গে সঙ্গেই ডরমেটরিতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এর কিছুক্ষন পরে আমি নিজেই সেখানে উপস্থিত হয়ে দরজার হ্যান্ডেল ভেঙে থাকার দৃশ্য দেখি। কেবা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে লিখিত অভিযোগের করার মাধ্যমে তা খতিয়ে দেখা হবে। ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরপত্তা বিষয়ক প্রশ্নে তিনি জানান, নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বরত পুলিশের উপ-পরিদর্শক ওয়ালিস বলেন, 'ঘটনার পর পরই শিক্ষক ডরমেটরির সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।'